তারিখ ... 22 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

হাতিয়ায় পাঁচ দিন ধরে ১০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালা

স্টাফ রিপোর্টার, *নোয়াখালী*

হাতিয়া উপজেলার বয়ারচর হরনি ইউনিয়নের মাইন উদ্দিন বাজার সংলগ্ন এলাকায় ১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালা দেয়ার ৫ দিন পরও চালু হয়নি। চালু না হওয়ায় শত শত কোমলমতি শিশুরা বুধবার সকাল ১০টায় বিদ্যালয়ে তালা দেখে বাড়িতে ফিরে যায়।

স্থানীয়রা জানান, ৩ বছর ধরে বয়ারচর হরনি ইউনিয়নের মাইনউদ্দিন বাজার পশ্চিম-সংলগ্ন ফরেস্ট সেন্টার বাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটার কার্যক্রম চালু রয়েছে। একই সময় ওই ১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারি ইপিআই কেন্দ্রে কার্যক্রমও চালু রয়েছে।

গত শনিবার উপজেলা নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা ও স্থানীয় ইউনিয়ন প্রশাসনের সহযোগিতায় সেন্টার বাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় পূর্ব থেকে ঘোষিত হালনাগাদ বাসিন্দাদের ভোটার করতে যায়। শত শত নারী-পুরুষ ভূমিহীনরা ভোটার হতে কেন্দ্রে জামায়েত হয়। এ সময় পাশের রামগতি উপজেলার চরগাজী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তৌহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে শতাধিক সন্ত্রাসীরা লাঠিসোটা নিয়ে এই এলাকা রামগতির অংশ দাবি করে ভোটার ও ইপিআই কেন্দ্র বন্ধ রাখতে বাধা দেয়। তাদের বাধা উপেক্ষা করতে গেলে হামলা চালায়। এ সময় দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছে ১০ জন। তৌহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে তার ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীরা ওই এলাকার ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালা দেয়ায় ৫ দিন ধরে শত শত শিশুর পড়ালেখা ও সরকারি ইপিআই কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইপিআই কার্যক্রম বন্ধ ও ভোটার করতে বাধা দেয়ার প্রতিবাদে বুধবার সকাল ১১টায় মহিউদ্দিন বাজার উপজেলা চেয়ারম্যান লিটন ও ইউনিয়ন প্রশাসক মোরশেদের নেতৃত্বে শত শত শিশু, অভিভাবক ও নারী-পুরুষ মানববন্ধন করেছেন।

হাতিয়া থানার ওসি নুরুল হুদা যুগান্তরকে জানান, চরগাজী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তৌহিদুল ইসলাম বয়ারচরের পশ্চিম অংশ চরগাজীর অংশ দাবি করে ইপিআই কার্যক্রম, সরকারি ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালা ও ভোটার তালিকায় বাধা দেয়ায় মানববন্ধন হয়েছে। বুধবারও ওই সন্ত্রাসীরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালা খুলে দেয়নি।